Antahin Abha
FOUNDATION

FOOTPRINTS OF CHANGE

ত্রৈমাসিক নিউজলেটার

জানুয়ারি - মার্চ ২০২৬

“প্রথম পাঁচটা বছরই ঠিক করে দেয় বাকি জীবনের নকশা। এখানে ফাঁক রাখার জায়গা নেই।”

Antahin Abha
FOUNDATION

গ্রামের কথা, মনের কথা

লক্ষ্মীকান্তপুর স্টেশন থেকে মিলনমোড়ে আমাদের ফিল্ড অফিসে যাওয়ার অটোরিক্সার যাত্রাটা অনেক দিক থেকেই এখানকার শিশু শিক্ষার পরিকাঠামোর একটা প্রতিচ্ছবি। মাঝে মাঝে ঝাঁকুনি যেমন খেতে হয়, তেমনি আশার মুহূর্তও কিছু কম নেই — ঠিক যেমন অটোয় যেতে যেতে হঠাৎ চোখে পড়ে যায় সবুজ মাঠ, বা যত্নের তোয়াক্কা না করে ফুটে থাকা উজ্জ্বল বুনোফুলের ঝোপ।

এখানে বাড়ি আর স্কুলের মধ্যেকার বিভাজনটা অনেক সময়ই ঝাপসা হয়ে যায়। কোথাও দেখি শিক্ষিকার সবে-হাঁটতে-শেখা ছোট্ট ছেলে বড় বাচ্চাদের সঙ্গে ক্লাসে বসে, কোথাও আবার মাঠ থেকে ফেরার পথে মা উঁকি মেরে যান মেয়ের ক্লাসে। দক্ষিণ বাংলার প্রাথমিক শিক্ষার ছবি এখানকার নদীর মতোই — নিজের ধারায় প্রবহমান।

শিশু শিক্ষা কেন্দ্র (SSK) ব্যবস্থাটাকে কাছ থেকে বোঝার জন্যই আমরা গিয়েছিলাম — যাতে আমাদের NRich ECCE প্রোগ্রামটি তাদের নির্দিষ্ট সমস্যাগুলো মেটাতে পারে, এবং আমাদের কন্টেন্টও সবচেয়ে কার্যকরীভাবে স্কুলগুলিতে পৌঁছনো যায়। পরিকাঠামো ও সম্পদের হাজার খামতি চোখে পড়লো ঠিকই, কিন্তু সেই সঙ্গে নিজের চোখেই দেখলাম আমাদের সহকর্মীরা একটা অ্যাক্টিভিটি শুরু করতেই গোটা ক্লাসরুমের চেহারা কীভাবে বদলে গেলো।

SSKগুলোতে NRich ECCE প্রোগ্রাম সবে শুরু হতে চলেছে, এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে একটা ব্যাপারে আমরা নিশ্চিত — এখানকার ছোট ছোট পড়ুয়ারা তাদের কৌতূহল মেটানোর রসদ খুঁজে পেতে চলেছে, আর সামর্থ্য ও সহায়তার অভাবে নিরুপায় তাদের শিক্ষিকারা পেতে চলেছেন সত্যিকারের দরকারি সাহায্য।

– **শ্রেয়সী দস্তিদার**
নিউজলেটার সম্পাদক

Antahin Abha
FOUNDATION

চলতে চলতে শেখা

গ্রামে কাজ করতে গিয়ে সবথেকে মূল্যবান শিক্ষা যদি কিছু পেয়ে থাকি, তা হলো — লক্ষ্য থেকে চোখ না সরিয়ে পরিস্থিতি অনুযায়ী নিজেকে মানিয়ে নেওয়া অত্যন্ত জরুরি। পরিকল্পনা যতই ভালো হোক, ক্লাসরুমের বাস্তব পরিস্থিতি, শিক্ষার্থীদের প্রতিক্রিয়া, আর কাজের জায়গার নানা চ্যালেঞ্জ ক্রমাগত সমন্বয় দাবি করে।

এটা আরো বেশি করে টের পাই SSK স্কুলগুলো পরিদর্শন করতে গিয়ে। আমাদের অ্যাক্টিভিটিগুলো স্কুলের পাঠ্যক্রমের সঙ্গে মিল রেখে যত্ন করে তৈরি করা হলেও, সীমিত শিক্ষণ সম্পদের বাস্তবতায় দেখা গেল ৬ থেকে ১০ বছর বয়সী অনেক বাচ্চার প্রাথমিক অক্ষর পরিচয় বা ইংরেজির ভিত্তিজ্ঞানটুকুও নেই। অর্থাৎ, তাদের আগে একটা ন্যূনতম ভিত্তি তৈরি করে দিতে হবে, তারপর এগোনোর প্রশ্ন উঠবে। এরপরেই আমরা রাস্তা সামান্য বদলে আমাদের ট্রেনারদের মাধ্যমে প্রোগ্রামটি পরিচালনার সিদ্ধান্ত নিই।

এই অভিজ্ঞতা থেকে যেটা শেখার, তা হলো যে কন্টেন্ট ডিজাইনই কার্যকরী শিক্ষাদানের শেষ কথা নয়। যে পরিবেশে তা রূপায়িত হবে, বিশেষত সেখানে মানবীয় সহায়তার মাত্রা কতটুকু — সেটাও হিসেবের মধ্যে রাখতে হয়। সত্যিকারের প্রভাব আসে সুচিন্তিত উপকরণের সঙ্গে সক্রিয় সহায়তা দেওয়া, ক্রমাগত মতামত চাওয়া, এবং শিক্ষার্থীদের আসল চাহিদা অনুযায়ী কার্যক্রম তৈরি করার মধ্যে দিয়ে।

– **স্নেহা ঘোষ**
প্রজেক্ট লিড

Antahin Abha FOUNDATION

ত্রৈমাসিক কাজের ঝলক

NRICH ECCE-র হাত ধরে অঙ্গনওয়াড়িতে নতুন হাওয়া

পাথরপ্রতিমা ব্লকের ৬৪টি ICDS (অঙ্গনওয়াড়ি) কেন্দ্রে এই জানুয়ারিতে শুরু হয়েছে NRich ECCE-র প্রি-প্রাইমারি প্রোগ্রাম। আমাদের ৫ জন ফিল্ড ফ্যাসিলিটেটর ৫০ জন শিক্ষিকাকে সাহায্য করছেন প্রায় ৬৫০ জন বাচ্চার কাছে এই আনন্দে শেখার কার্যক্রম পৌঁছে দিতে।

মাত্র কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই দেখা গেছে বাচ্চারা অনেক বেশি মনোযোগী হয়ে উঠেছে, শিক্ষিকারা আরো উৎসাহ নিয়ে তাদের পড়াচ্ছেন, আর অভিভাবকেরাও এই প্রোগ্রাম নিয়ে কৌতূহলী হয়ে উঠছেন। রূপায়নের প্রতিটা দিক যাতে মসৃণভাবে চলে, সেজন্য আমাদের ফ্যাসিলিটেটররা প্রতি সপ্তাহে স্কুলে গিয়ে সরাসরি প্রশিক্ষণ দিচ্ছেন, আর বাচ্চাদের অগ্রগতি পর্যবেক্ষণ করছেন।

আগামী কয়েক কোয়ার্টার ধরে আমরা ফ্যাসিলিটেটর ও শিক্ষিকাদের জন্য আরও প্রশিক্ষণ কর্মশালা চালিয়ে যাব — যাতে ক্লাসরুমের শিক্ষা আরও উন্নত আর কার্যকরী হয়।

Antahin Abha
FOUNDATION

ত্রৈমাসিক কাজের ঝলক

বেসরকারি প্রাইমারি স্কুলে শুরু হলো NRICH ECCE

NRich ECCE-র প্রাইমারি প্রোগ্রাম তৈরি করা হয়েছে স্কুলের প্রাথমিক ক্লাসের পাঠ্যক্রমের সঙ্গে মিলিয়ে। মার্চ মাসে এই প্রোগ্রামটি দক্ষিণ ২৪ পরগনার ৪টি এবং হাওড়া জেলার ২টি বেসরকারি স্কুলে চালু হয়েছে — শিক্ষিকাদের হাত ধরে তা পৌঁছে যাচ্ছে প্রায় ২,০০০ শিক্ষার্থীর কাছে।

মে মাসে আরও দু'টি স্কুল এই প্রোগ্রামে যোগ দেবে। আমাদের ফ্যাসিলিটেটররা প্রতিটি স্কুলে বেসলাইন অ্যাসেসমেন্ট করবেন — পড়ুয়ারা কতটা তৈরি, কোথায় জোর দেওয়া দরকার, সেটা বুঝে পাঠক্রমে দরকারমতো পরিবর্তন করার জন্য।

রূপায়নের তিন স্তম্ভ:

- **অ্যাক্টিভিটির মাধ্যমে পড়ানো:** শিক্ষিকাদের জন্য রয়েছে ওয়ার্কশপ, যেখানে আমাদের অ্যাক্টিভিটিগুলো হাতে-কলমে করে দেখানো হয়। আমাদের ফ্যাসিলিটেটররা প্রতিটি স্কুলে গিয়ে শিক্ষণ পদ্ধতি ও ক্লাসরুম পরিচালনার কৌশলও দেখিয়ে দেন।

- **বেসলাইন অ্যাসেসমেন্ট:** প্রতিটি স্কুলে গিয়ে পড়ুয়াদের প্রস্তুতি এবং প্রয়োজনের সঠিক মাপ নির্ধারণ করা এবং সেই অনুযায়ী প্রোগ্রামের বিভিন্ন অংশকে ঘষেমেজে আরও কার্যকর করে তোলার জন্য।

- **চ্যাটবটের মাধ্যমে সহায়তা:** শিক্ষিকাদের জন্য প্রযুক্তি-সংক্রান্ত বেশ কিছু ওরিয়েন্টেশন সেশন — Glific চ্যাটবট ইন্টারফেস কীভাবে ব্যবহার করতে হয় এবং হোয়াটস্যাপের মাধ্যমে চাহিদামতো অ্যাক্টিভিটি কীভাবে পাওয়া যায়, সেগুলো ভালোভাবে বোঝানো হয়।

Antahin Abha
FOUNDATION

ত্রৈমাসিক কাজের ঝলক

দক্ষতার বিকাশে উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ

জানুয়ারি-মার্চ ২০২৬ কোয়ার্টারে পাথরপ্রতিমা গভর্নমেন্ট আইটিআই কলেজের ৮২ জন শিক্ষার্থী আমাদের MPower প্রোগ্রামের আওতায় তাদের কোর্স শেষ করেছেন। MPower আমাদের কেরিয়ার গাইডেন্স প্রোগ্রাম, যা গ্রামীণ তরুণদের কম্প্যুটারে ও চাকরির প্রস্তুতিপর্বের দক্ষতা বাড়ানোর জন্য নানা বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেয়।

২০২৪ সালে পাথরপ্রতিমা গভর্নমেন্ট আইটিআই কলেজে MPower প্রশিক্ষণ শুরু হওয়া যাবৎ **১২টি ব্যাচে মোট ২০৫ জন** শিক্ষার্থীকে প্রশিক্ষণ দিয়েছে। বর্তমান ব্যাচ মে মাসে তাদের মূল্যায়ন ও সার্টিফিকেশনের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে।

MPower প্রোগ্রামের যাত্রা শুরু হয়েছিল ২০২৩ সালে আমাদের মিলনমোড় সেন্টারে, যেখানে এখন পর্যন্ত **১১টি ব্যাচকে** প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। বর্তমান ব্যাচ জানুয়ারি-মার্চ কোয়ার্টারে আমাদের প্রশিক্ষক সন্তু মণ্ডল ও পিন্টু বৈদ্যের তত্ত্বাবধানে ক্লাস শুরু করেছে।

গত জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০২৫ নিউজলেটারে আপনাদের জানিয়েছিলাম — পাথরপ্রতিমা আইটিআই-এর প্লেসমেন্ট ড্রাইভে আমাদের বেশ কিছু MPower প্রশিক্ষণার্থী ইতিমধ্যেই চাকরির অফার পেয়েছেন।

ত্রৈমাসিক কাজের ঝলক

কম বয়সেই কম্প্যুটার সাক্ষরতার ভিত গড়া

আমাদের মিলনমোড় সেন্টারে NRich Kids Computer Course প্রোগ্রামের উদ্দেশ্য ছোট বয়স থেকেই বাচ্চাদের কম্পিউটারের প্রাথমিক পাঠ দেওয়া। এখানে হাতে-কলমে শেখার সুযোগ থাকায় তারা অল্প সময়েই দক্ষ হয়ে উঠছে। বর্তমানে দ্বিতীয় থেকে অষ্টম শ্রেণির ২টি ব্যাচের জন্য সপ্তাহে দুদিন ক্লাস চলছে।

কৌতূহল বাচ্চাদের সহজাত — প্রযুক্তির ব্যাপারে কৌতূহল তার ব্যতিক্রম নয়। ২০২৪ সালে শুরু হওয়ার পর থেকে আমাদের প্রশিক্ষক সুস্মিতা হালদার ও সন্তু মণ্ডলের তত্ত্বাবধানে এখন পর্যন্ত NRich Kids Computer Course-এর ৬টি ব্যাচ সম্পন্ন হয়েছে।

কিবোর্ডে টাইপ করার অভ্যাস ও MS Office-এর বিভিন্ন অ্যাপ্লিকেশন শেখার পাশাপাশি বাচ্চারা কোডিংয়ের কিছু প্রাথমিক জিনিসও শেখে। কোর্স শেষ করার পর বেশিরভাগ বাচ্চার মধ্যে কম্পিউটার ব্যবহারে স্পষ্ট আত্মবিশ্বাস দেখা গেছে — এই দক্ষতাগুলো ভবিষ্যতে তাদের প্রতিযোগিতামূলক ক্ষেত্রে এগিয়ে রাখবে।

ভাববার বিষয়...

২০২৫ সালে প্রকাশিত এই সমীক্ষা অনুযায়ী, ভারতের অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রগুলিতে আসা প্রাক-প্রাথমিক স্তরের মাত্র ১৫% শিশু জিনিসের মধ্যে সঠিকভাবে মিল খুঁজতে পারে; মাত্র ৩০% বড়-ছোট চিনতে পারে। পাঠ্যক্রমে লক্ষ্যমাত্রা থাকা সত্ত্বেও বর্তমান অঙ্গনওয়াড়ি ECCE কার্যক্রমে ভিত্তিমূলক শিক্ষার মান যে বেশ নীচু, এই তথ্য তারই ইঙ্গিত দেয়। এবং আমাদের জানান দেয় যে ভিত্তিমূলক সংখ্যাজ্ঞানের দিকে মনোযোগ দেওয়া কেন এই মুহূর্তে খুবই জরুরি।

Antahin Abha
FOUNDATION

টিম মেম্বারের সঙ্গে পরিচয়

অনিশা গোলে। ট্রেনার ও কনটেন্ট ডেভেলপার

পাহাড়ি কন্যা, পোষ্য-অন্ত প্রাণ, ছড়া-বলিয়ে, আইডিয়ার খনি, আর চলতা-ফিরতা এনার্জি ট্যাবলেট — এই হলো আমাদের অনিশা গোলে।

কালিম্পং থেকে কলকাতায় নেমে আসার গল্পটা শোনাও।

আমি কালিম্পঙের সেন্ট স্টিফেন্স অ্যাকাডেমি বোর্ডিং স্কুল থেকে মাধ্যমিক পাশ করি — সেখানে আমি স্পোর্টস ক্যাপ্টেন ও হেড গার্ল ছিলাম। তার পর জোসেফস কনভেন্ট থেকে উচ্চমাধ্যমিক দিয়ে স্নাতক স্তরের পড়ার জন্য কলকাতায় আসি।

Teach for India-তে স্বেচ্ছাসেবী কাজের অভিজ্ঞতার পর থেকেই আমার শিশুশিক্ষা আর এনজিওর কাজের প্রতি আগ্রহ — আর সেই পথ ধরেই পৌঁছে যাই অন্তহীন আভা-তে। ট্রেনার হিসেবে শুরু করে এখন কন্টেন্ট ডেভেলপারের কাজ করছি — বাচ্চাদের জন্য শিক্ষামূলক অ্যাক্টিভিটি ও TLM তৈরি করি।

সীমিত সম্পদের ক্লাসরুমের জন্য অ্যাক্টিভিটি তৈরির প্রক্রিয়াটা কেমন?

প্রতিটা অ্যাক্টিভিটি তৈরির শুরুতে আমি নিজেকে একটা সহজ প্রশ্ন করি — ওই ক্লাসরুমে যদি আমি পড়াতাম, কীভাবে পড়াতাম? এই প্রশ্নটা থেকেই স্বাভাবিকভাবে চলে আসে শিশুর কথা, বিষয়টার কথা, আর তারা যে পরিবেশে শেখে সেটার কথা — আর সেখান থেকেই অ্যাক্টিভিটিটা আকার নেয়। আমি "শোনো-বলো-পড়ো-লেখো-বোঝো" ক্রমটা অনুসরণ করি, যা বাচ্চাদের নিজের গতিতে আবিষ্কার করতে, আর খেলার ছলে শিখতে সাহায্য করে।

অ্যাক্টিভিটির মূল আইডিয়াটা চূড়ান্ত হলে স্কুলগুলোতে দেওয়ার জন্য রঙীন TLM বানানো হয়, আর তৈরী হয় ভিডিও, অডিও ও PDF -- যেগুলো শিক্ষক-শিক্ষিকারা আমাদের WhatsApp চ্যাটবট Ask Abha-র মাধ্যমে চাহিদামতো পেতে পারেন।

আভা-তে কাজ করতে গিয়ে এমন কোনো অভিজ্ঞতা হয়েছে যা মনে দাগ কেটে গেছে?

একটি কম সম্পদের স্কুলে এন্ডলাইন অ্যাসেসমেন্টের সময় গিয়ে দেখি, বাচ্চারা তীব্র গরমে শুধু ত্রিপলের উপর বসে আছে — তবু তাদের মুখে ঝলমলে হাসি। ওই মুখগুলো এখনো আমার চোখে ভাসে। সেদিন আমার বিশ্বাস আরও দৃঢ় হয় যে উন্নত মানের শিক্ষা প্রতিটা শিশুর অধিকার — আর এই বিশ্বাসই একজন কন্টেন্ট ডেভেলপার হিসেবে আমাকে এগিয়ে যাওয়ার শক্তি দেয়।

পৃথিবীর একটা জিনিস বদলাতে পারলে তুমি কী বদলাতে?

শিক্ষাকে নতুন করে গড়তাম — শুধু সার্টিফিকেট-ধারী মানুষ নয়, সচেতন ও সহমর্মী মানুষ তৈরির জন্য।

Antahin Abha FOUNDATION

তলিয়ে দেখা

পাথরপ্রতিমার অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রগুলিতে শিশুদের প্রাথমিক শিক্ষা অনেকদিন ধরেই সীমিত সম্পদ, অগোছালো রুটিন আর মুখস্থ-নির্ভর পদ্ধতির মধ্যে আটকে ছিল। এই শূন্যতা পূরণ করতে, এবং খেলা, পারস্পরিক আদান-প্রদান ও অন্বেষণের মাধ্যমে শিশুদের আরও কার্যকরভাবে শেখানোর লক্ষ্যে চালু হয়েছে NRich ECCE-র প্রি-প্রাইমারি প্রোগ্রাম। প্রোগ্রামটি কীভাবে তৈরি হলো, তার খানিকটা ঝলক এখানে দেওয়ার চেষ্টা করেছি আমরা।

শিক্ষার জগতে প্রথম পা দিয়ে নতুন জিনিস শেখার মধ্যে যে বিস্ময় আর আনন্দ থাকে, গ্রামবাংলার অধিকাংশ শিশুর কাছেই তা অধরা থেকে যায়। স্বল্প-সামর্থ্যের স্কুলের শিক্ষিকাদের কাছে খেলাভিত্তিক, বিকাশ-উপযোগী শিক্ষণ পদ্ধতি অনুসরণের সুযোগ বা সহায়তা প্রায় নেই বললেই চলে।

তাই যখন NRich ECCE-র মাধ্যমে একটি সুগঠিত, কার্যক্রমভিত্তিক শিক্ষাপদ্ধতি হাতে আসে — যা ছোট বাচ্চাদের শেখার স্বাভাবিক ধরনের সঙ্গে মিলে যায় — তখন তা গ্রহণ করার উৎসাহ স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

এই প্রোগ্রামে সহজলভ্য ও কম খরচের শিক্ষণ উপকরণ (TLM), সুপরিকল্পিত পাঠক্রম, এবং ছড়া, গল্প বলা, সাজানো-মেলানো ও গোনার মতো আকর্ষণীয় কার্যক্রমের উপর জোর দেওয়া হয়।

কয়েক মাসের মধ্যেই এই অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রগুলিতে উৎসাহজনক পরিবর্তন ধরা পড়ছে। বাচ্চারা অনেক বেশি সক্রিয়ভাবে অংশ নিচ্ছে। কৌতূহল ও মনোযোগ বেড়েছে, মুখে সাড়া দেওয়ার প্রবণতাও বাড়ছে। শিক্ষিকারা আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে TLM ব্যবহার করতে শুরু করেছেন এবং তাদের রোজকার রুটিনে যোগ হয়েছে বাচ্চাদের অ্যাক্টিভিটির মাধ্যমে শেখানোর কাজটি।

Antahin Abha
FOUNDATION

ICDS কেন্দ্রের শিক্ষিকারা আমাদের সবচেয়ে বড় শক্তি। শিশুদের অনিয়মিত উপস্থিতি, কার্যক্রমভিত্তিক পদ্ধতিতে স্বাচ্ছন্দ্যের ফারাক, আর সময়ের টানাটানির মধ্যেও তাঁদের প্রচেষ্টা সত্যিই অনুপ্রেরণাদায়ক — এবং আমাদের আরও ভালো করার উৎসাহ দেয়।

আগামী কোয়ার্টারগুলোতে আমরা ICDS কেন্দ্রে গিয়ে সরাসরি শিক্ষিকাদের সমস্যার সমাধান করা ছাড়াও ক্লাসের অনুশীলনের ধারা আরও মজবুত করার চেষ্টা করবো। লাগাতার উন্নতির জন্য ফিডব্যাক সংগ্রহের ব্যবস্থাও আরও শক্তিশালী করা হবে।

শিক্ষিকার কথা

"NRich ECCE প্রোগ্রাম শুরু হওয়ার আগে বাচ্চারা মূলত খাতায় লেখার অভ্যাস করত আর বই থেকে ছড়া মুখস্থ করত। শেখার ব্যাপারটা ছিল পুরোটাই মুখস্থ করার ক্ষমতানির্ভর। এখন পার্থক্যটা চোখে পড়ার মতো। ছবির কার্ড আর TLM ব্যবহারের ফলে বাচ্চারা ধারণাগুলো অনেক সহজে বুঝতে পারছে — শেখাটা এখন অনেক বেশি অর্থবহ হয়ে উঠেছে।

এখন ওরা বিভিন্ন জিনিস চটজলদি চিনতে পারে, দলে ভাগ করতে পারে, আর যা শিখছে, তার সঙ্গে বাস্তব জীবনের যোগ খুঁজে পায়। উদাহরণ হিসেবে বলতে পারি যে দৈনন্দিন জীবনে বাচ্চারা তাদের রঙের শিক্ষাকে ব্যবহার করতে শুরু করেছে — যেমন লাল জামা পরা বন্ধুকে চিনে নেওয়া। অঙ্গভঙ্গিসহ ছড়া বলতে ওরা দারুণ মজা পায়, এতে ক্লাসে অংশগ্রহণ বেড়েছে আর সার্বিক প্রাণচাঞ্চল্যও অনেক বেড়ে গেছে।"

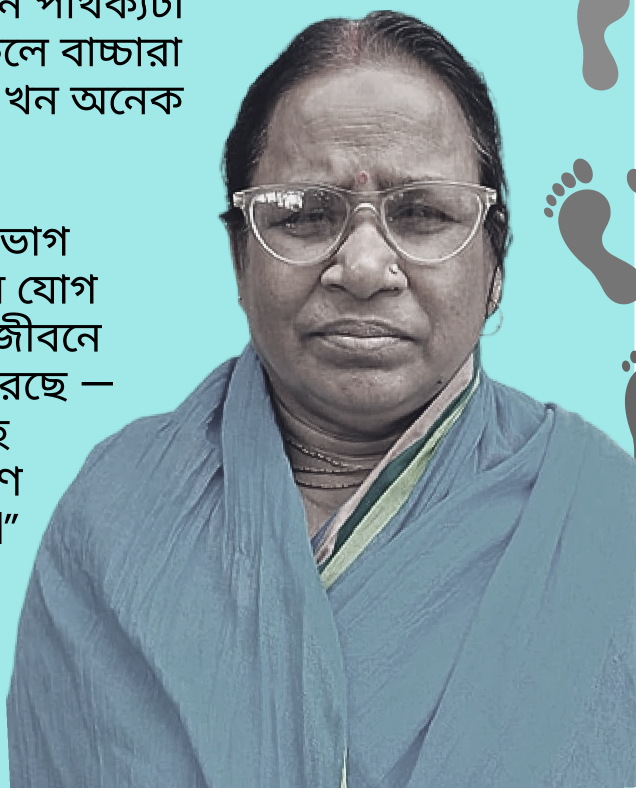

- **রেণুকা হালদার**, শিক্ষিকা,
ICDS কেন্দ্র নং ৩০০, দক্ষিণ রায়পুর

Antahin Abha
FOUNDATION

শেষপাতে... আশার আলো

২০২৪ সালের অ্যানুয়াল স্ট্যাটাস অফ এডুকেশন রিপোর্ট (ASER) অনুযায়ী, ২০১৮ থেকে ২০২৪ সালের মধ্যে গ্রামীণ প্রি-প্রাইমারি স্কুলে ভর্তির হার উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়েছে। ২০২৪ সালে ৩ বছর বয়সী শিশুদের ৭৭.৪% (২০১৮ সালে যা ছিল ৬৮.১%) এবং ৪ বছর বয়সী শিশুদের ৮৩.৪% (২০১৮ সালে ৭৬.০%) প্রি-প্রাইমারি স্কুলে ভর্তি হয়েছে।

প্রি-প্রাইমারি স্তরে ভর্তির এই উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধির মানে গ্রামীণ এলাকায় ECCE-র প্রসার ক্রমশ বাড়ছে — অর্থাৎ, প্রি-প্রাইমারি স্তরের শিশুদের জন্য কার্যকর শিক্ষাপদ্ধতি নিয়ে ভাবার ও তা তৈরি করার সঠিক সময় হলো এখন।

সঙ্গে চলুন!

আপনার ছোট্ট অবদানও বড় পরিবর্তনের পথে প্রথম আলো হতে পারে।

ফোন করুন: +91 8100949642 /+91 8100949640 ♡ **অনুদান: https://antahinabha.org/donate**

যোগাযোগ করুন: contactus@antahinabha.org **ফলো করুন:**

নিউজলেটার টিম:

গবেষণা ও তথ্য সংগ্রহ: দিশা সুব্রমনিয়ম | **তথ্য সরবরাহ ও প্রতিবেদন:** নরেন্দ্র মিদ্যা, স্নেহা ঘোষ, মেঘা মালাকার, সুস্মিতা হালদার | **ডিজাইন ও রূপায়ণ:** অ্যালেক্সান্ডার দাস | **সম্পাদক:** শ্রেয়সী দস্তিদার